আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের পাশে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে যাত্রীরা পুলিশকে খবর দেন।

প্রথমে যাত্রীরা ভেবেছিলেন যুবকটি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। কিন্তু ট্রেন আসার আগে সরাতে গেলে তারা বুঝতে পারেন তিনি মারা গেছেন। পরে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজে যাচাই করলে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার খায়েরবাড়িয়া গ্রামের আবু আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম।

তবে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হয়তো তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর প্ল্যাটফর্মের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু যাত্রীদের ধারণা, লাশটি এমনভাবে রাখা ছিল যে ট্রেন এলেই তা কেটে যেতে পারত। নেশাগ্রস্ত বা স্ট্রোক করলে তিনি অন্যত্র পড়ে থাকতেন, তাই ঘটনাটিকে রহস্যজনক বলছেন স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। সঠিক মৃত্যুর কারণ তদন্ত শেষে জানা যাবে।

মেহেরপুরের হরিরামপুর বিলে এক

যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তসংলগ্ন হরিরামপুর বিলে এক মাদকাসক্ত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির নাম মিঠু ওরফে বাবু (৪০), তিনি মেহেরপুর পৌর শহরের পেয়াদাপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল বুধবার সন্ধ্যার দিকে মিঠু মাদক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে হরিরামপুর সীমান্ত এলাকায় গেলে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের টহল দল তাকে ধাওয়া করে। ওই সময় প্রাণ বাঁচাতে তিনি হরিরামপুর বিলে লাফ দেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয় কৃষকরা তার লাশ ভেসে থাকতে দেখে উদ্ধার করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সম্পন্ন করে মেহেরপুর জেনারের হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, “যেহেতু ঘটনাটি সীমান্ত এলাকায় ঘটেছে, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যায় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।”

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, “মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তি একজন মাদকসেবী ছিল। তার মৃত্যুর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে চোরাচালানপণ্য উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে ৬ বিজিবি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মাদক ও শাড়ী থ্রী পিচ উদ্ধার করেছে।গত তিনদিনে দর্শনা, বারাদী, ঠাকুরপুর, মুন্সিপুর, হুদাপাড়া এবং আনন্দবাস

বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে এ সব চোরাচালানপন্য উদ্ধার করে।

এ অভিযানে ২৫ বোতল ভারতীয় মদ, ৫৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ৪৩ পিস ভারতীয় শাড়ী, ২৯২ পিস বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স, ০১টি ভারতীয় আইফোন এবং ৮০ পিস মোবাইল ডিসপ্লে ছাড়াও অন্যান্য চোরাচালানপণ্য আটক করে।

দীর্ঘদিন ধরে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করেছে বিজিবি।

মহেশপুর সীমান্তে প্রায় ছয় কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪ কেজি ২০৩.১১ গ্রাম ওজনের ৩১টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

শনিবার (২৬ জুলাই) মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) উপ-অধিনায়ক আবু হানিফ মোঃ সিহানুক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান আজ সকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮বিজিবি)’র অধীনস্থ কুমিল্লাপাড়া বিওপি’র টহল দল কর্তৃক মেইন পিলার ৬০/৭০-আর হতে ৩০০ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একজন স্বর্ণ বহনকারী ব্যক্তিকে বৃষ্টির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ করা হলে ৩ টি পোটলা ফেলে দৌড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে পোটলা ৩টি কুমিল্লাপাড়া বিওপি’তে নিয়ে আসা হয় এবং খোলার পর সর্বমোট ৩১ টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় যার ওজন ৪ কেজি ২০৩.১১গ্রাম। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের সর্বমোট সিজার মূল্য ৫,৮৩,০৩,৬১৮.০০ (পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ তিন হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা।

জব্দকৃত স্বর্ণের বার সমূহ মহেশপুর থানায় জব্দ তালিকা তৈরির মাধ্যমে সরকারি জেলা কোষাগারে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের গড়পাড়া এলাকায় একটি বাড়ি থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ইদ্রিস হাজীর বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, নিহত ব্যক্তি হরিরামপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে প্রিন্স (১৭)।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শামীম রেজা জানান, আমরা সংবাদ পাই যে গড়পুকুরের পূর্বপাশে একটি বাড়িতে একজন যুবক দরজা বন্ধ করে আটকে আছেন। উদ্ধার করতে দরজা ভাঙার প্রয়োজন হবে এমন অনুরোধ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি, যুবক ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন।

এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তদন্ত শুরু করেছে।

মহেশপুর সীমান্তে বিদেশি পিস্তল, শর্টগান ও

মোটরসাইকেল উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে বিজিবি’র অভিযানে বিদেশী পিস্তল, দেশি ওয়ান শুটার গান, গুলি এবং মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) বিজিবির অতিরিক্ত পরিচালক উপ অধিনায়ক আবু হানিফ মোঃ সিহানুক স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান বৃহস্পতিবার সাড়ে ১২টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাটিলা বিওপি’র জেসিও-৮৯০২ সুবেদার শরীফ মনিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৫১/৬-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জুলুলী গ্রামের মোঃ রিপন বিশ্বাস (৩৫) এর ড্রাগন বাগানের দক্ষিণ পাশে পাঁকা রাস্তার উপর চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করার সময় একটি মোটরসাইকেলকে চ্যালেঞ্জ করলে চালক মোঃ লিটন মিয়া (পিচ্চি লিটন) (২১) পিতা- ওলিয়ার রহমান, গ্রাম-জীবননগর পাড়া, পোস্ট-সামান্তা, থানা- মহেশপুর, জেলা-ঝিনাইদহ) মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। উক্ত স্থান হতে বিজিবি টহল দল কর্তৃক ০১টি বিদেশী পিস্তল, ০১টি দেশী ওয়ান শুটারগান, ০৬ রাউন্ড গুলি এবং ০১টি মোটরসাকেল উদ্ধার করে। আটককৃত অস্ত্র, গুলি এবং মোটরসাইকেল মহেশপুর থানায় জমা করার কার্যক্রম প্রক্রয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ওয়ান শুটার গান ও ৩৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে যৌথবাহিনীর অভিযানে একটি ওয়ান শুটার গান ও ৩৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিবপুর গ্রামের জাকের গাইনের ছেলে আলম গাইনের বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে যৌথবাহিনী আলম গাইনের ঘরের সামনে ধানের গোলার ভেতর থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনী এই অভিযান চালায়। অভিযানে একটি ওয়ান শুটার গান ও ৩৮ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত আলম গাইন অভিযান শুরুর আগেই পালিয়ে যায়।

ওসি আরও জানান, পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহে নদীতে গোসলে নেমে দুইদিন ধরে নিখোঁজ শিশু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পানিতে লাফ দিয়ে নাঈম (৯) নামের তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। গত দুইদিন অতিক্রম হলেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সোমবার ও মঙ্গলবার ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসি তন্ন তন্ন করে খুজেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। নিখোঁজ শিশু কালীগঞ্জ উপজেলার মাসলিয়া গ্রামের সবজি বিক্রেতা মহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার (১৪ জুলাই) দুপুরে গোসল করতে বাড়ির পাশের বুড়ি ভৈরব নদীর হাসিলবাগ ব্রীজের উপর থেকে পানিতে লাফ দেয় নাঈম। এসময় তার সাথে অন্য বন্ধুরা ছিল। সবাই পানি থেকে উঠে আসলেও নিখোঁজ হয়ে যায় নাঈম। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হয়।

খবর দেওয়া হয় কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসকে। তারাও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের খুলনার ডুবুরি দলও যোগ দেয় উদ্ধার অভিযানে। প্রথম দিন তাকে না পেয়ে রাত ৮টার দিকে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে দেয়।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) সকাল থেকে আবারও উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

উদ্ধার অভিযানে তাদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয়রা। তবে, পানিতে স্রোত ও প্রচুর কচুরিপানা থাকায় উদ্ধার অভিযানে বিঘ্ন ঘটছে বলে জানান ডুবুরি দল। তবে বিকালে এ রিপোর্ট লিখার আগ পর্যন্ত শিশুটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম জানান, উদ্ধার অভিযান অব্যহত রয়েছে। তবে নদীতে অতিরিক্ত কচুরিপানা থাকায় তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে পানির স্রোতে মরদেহ সরে গিয়ে কোন কচুরিপানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কের মাঝখানে একটি ইপিলইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।

২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর রাব্বি এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিয়মিত একটি টহল দল পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত কিছু লোক সেনাবাহিনীর টিমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে ।

চট্টগ্রামে অপহৃত ব্যক্তি এক মাস পর দামুড়হুদায় উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে দীর্ঘ এক মাস পৃর্বে এক ট্রাক ড্রাইভার অপহরণ হওয়ার পর দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তবপুর থেকে স্থানীয়রা হাতকড়া অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সৌর্পদ্য করেছেন।

অপহরণ হওয়া ব্যক্তি হলো আলমগীর হোসেন (৩১) চট্টগ্রাম জেলার বুজপুর থানার কাঞ্চনা গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে। গত বুধবার সন্ধ্যা সাতটার সময় পুরাতন বাস্তবপুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। তার পরিবারের কেউ এখনো থানায় না আসায় তাকে থানা হেফাজতেই রেখেছেন পুলিশ।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীর থেকে জানা যায়, গত ১৭/০৫/২৫ ইং তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বুজপুর থানার কাঞ্চনা গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন চট্টগ্রামে ট্রাক থামিয়ে প্রকৃত ডাকে সাড়া দিয়ে পাশে গেলে একদল চক্র তাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে তাকে অপহরণ করে। পরে তাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে মুক্তিপণের দাবি করেন। মুক্তিপণ না দেওয়ায় তাকে ঐ অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে আটক রাখে। পরে দামুড়হুদা উপজেলা পুরাতন বাস্তবপুর গ্রামে নিয়ে এসে ঘরে বন্দি করে রাখে।

গত ২৫/০৬/২৫ ইং তারিখে সন্ধ্যার সময় কেউ বাড়িতে না থাকায় আলমগীর হোসেন ঘর থেকে বেরিয়ে মেইন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার হাতে হাতকড়া পরানো দেখে স্থানীয়রা তাকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এখনো আলমগীর হোসেন থানা হেফাজতেই রয়েছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলে এখনো পর্যন্ত তার পরিবারের কোনো লোকজন থানায় এসে পৌঁছায়নি। কেন তার পরিবার এখনও পর্যন্ত তাকে নিতে আসেনি এটা বোধগম্য নয়। তাহলে কি এর মধ্যে কোন রহস্য আছে এটাই ধারণা এলাকাবাসীর। এদিকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পুরাতন বাস্তবপুর থেকে দুজন মহিলাকে জিজ্ঞেসসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেন। পরে জিজ্ঞেসাবাদ করে তাদেরকে ছেড়ে দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অপহরণ এক ব্যক্তিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। ভিকটিমের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার পরিবারের লোকজন আসলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।